

জেলাঃ বাগেরহাট

১। অনেক সময় অনলাইনে কোন হয়রানির শিকার হওয়ার পর আইডি রিপোর্ট/ ব্লক করলে, নতুন নতুন আইডি খুলে আবার হয়রানি করা হয়। এক্ষেত্রে কি করতে পারি?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে গিয়ে আইনি সহায়তা নিতে হবে। আইডি বন্ধ করে দিলেও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সাইবার ফরেনসিক তদন্ত করে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। প্রয়োজনে ন্যাশনাল হেল্প লাইন ৯৯৯ এ ফোন করা যেতে পারে। ফেসবুক/ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় অপরিচিত লোকের ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট এক্সপেট করা উচিত নয়। সব পোস্ট ভিউয়ার রেস্ট্রিক্ট করে ফ্রেন্ডস অনলি করে রাখা যেতে পারে। যখনই কেউ অনলাইনে কোন ধরনের হয়রানির চেষ্টা করে সাথে সাথে স্ক্রিনশট তুলে রাখতে যা পরে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

২। ফেসবুক/ ইউটিউব চালু করার সাথে সাথেই অনেক সময় কুরুচিপূর্ণ ভিডিও চলে আসে। এক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তরঃ সামাজিক মাধ্যমে আমরা সচরাসচর যা সার্চ করে থাকি তার উপর ভিত্তি করে হোম পেজে বিভিন্ন কন্টেন্ট দেখা যায়। এজন্য এধরনের কিছু সার্চ করা যাবে না। প্রয়োজনে এডব্লক ইন্সটল করা যেতে পারে। এছাড়া ভিডিওতে নট ইন্টারেস্টেড রিপোর্ট করা যেতে পারে।

৩। অনেক সময় কুরুচিপূর্ণ মেসেজ/কমেন্ট এর স্ক্রিনশট নেওয়ার আগেই কন্টেন্ট রিমুভ করে ফেলে এক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তরঃ হোয়াটসএপে, ইমো, ম্যাসেঞ্জারে অপরিচিত লোকদের ব্লক করে রাখতে হবে। অপরিচিত লোকজন যাতে ম্যাসেজ দিতে না পারে তার জন্য বিভিন্ন অপশন এসব এপে আছে।

৪। অনেক সময় ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট এক্সপেট না করলে বিভিন্নরকম হুমকি দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে অভিভাবকদের জানাতে হবে, প্রয়োজনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৫। কোন অপরাধীকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করার পর যদি আবার একই কাজ করে সেক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তরঃ এ ধরনের ক্ষেত্রে আইনে আরো কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

৬। অনেক সময় বন্ধুরা ফেসবুকের আইডি পাসওয়ার্ড জেনে যায় এক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তরঃ আইডি পাসওয়ার্ড কারো সাথে কোন অবস্থাতেই শেয়ার করা যাবে না। কেউ আইডি পাসওয়ার্ড জেনে গেলে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে হবে।

৭। ভুয়া ইমেইল সনাক্ত করব কিভাবে?

উত্তরঃ ভুয়া ইমেইলে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় অফার থাকে, এসব লিংকে ক্লিক করা যাবে না। বিশ্বাসযোগ্য লোক ইমেইল করলেই কেবল এধরনের লিংকে ক্লিক করা যেতে পারে।

৮। অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে মা বাবা ফেসবুকে কোন সমস্যা হলে তার সমাধান না করে একাউন্ট বন্ধ করে দিতে বলে, এক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন হেল্পলাইন ১০৯ এ ফোন করা যেতে পারে। অথবা ন্যাশনাল হেল্প ডেস্ক ৯৯৯ এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৯। আমরা অনেক ভুল সময় ভুয়া পেজে লাইক বা জয়েন করে থাকি। এর থেকে আমরা কিভাবে পরিত্রান পেতে পারি?

উত্তরঃ যদি আমরা কখনও কোন ভুল পেজে লাইক বা জয়েন করে ফেলি সেক্ষেত্রে আমরা ওই পেজে গিয়ে পুনরায় **Unlike** বা **Unfollow** করতে পারি। এছাড়াও আমরা চাইলে সেই পেজকে **block** দিতে পারি।

১০। আইডি হ্যাক হলে আমরা কিভাবে প্রতিকার পেতে পারি?

উত্তরঃ যদি কোন আইডি হ্যাক হয় তবে **facebook.com/hacked** এ গিয়ে দরকারি তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আমরা আইডিটা পুনরুদ্ধার করতে পারি। এছাড়াও যদি সেই আইডি থেকে অন্যায় কোন কাজ সংঘটিত হয় যেমন কারো কাছ থেকে টাকা চাওয়া অথবা কাউকে বাজে মেসেজ দেওয়া হয়ে থাকে তবে আমরা সংশ্লিষ্ট থানায় গিয়ে বিষয়টা জানাতে পারি।

১১। একজন শিক্ষার্থীকে কত বছর বয়স থেকে স্মার্টফোন দেওয়া উচিত?

উত্তরঃ স্মার্টফোন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত বয়স নেই। প্রয়োজনে যেকোন বয়সের মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারে। তবে ছোট ছেলেমেয়েদেরকে যত কম স্মার্টফোন দেওয়া হবে ততই ভালো। কেননা স্মার্টফোনের ক্ষতিকর দিকগুলো ছোট ছেলেমেয়েদের উপর সহজেই প্রভাব ফেলতে পারে ফলে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্ন ঘটতে পারে।

১২। আমার ছবি দিয়ে কেউ ফেক আইডি খুললে আমি কিভাবে প্রতিকার পেতে পারি?

উত্তরঃ কারো ছবি দিয়ে কেউ ফেক আইডি খুললে সেই ক্ষেত্রে যার ছবি দিয়ে ফেক আইডি খোলা হয়েছে তার এবং তার আইডির সাথে যুক্ত ৫/৭ জন ফেসবুক বন্ধু মিলে উক্ত ফেক আইডির বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিলে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ সেই আইডিটা রিমোভ করে দিবে। এছাড়াও আইনি সহায়তার জন্য সেই ফেক আইডির লিংক সহ প্রোফাইলের স্ক্রিন শট নিয়ে নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করলে সেই সমস্যার প্রতিকার পাওয়া যাবে।

১৩। ফেসবুকে কেউ যদি আমার ছবিতে কোন বাজে কमेंট করে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি?

উত্তরঃ ফেসবুকে কেউ যদি আমার ছবিতে কোন বাজে কमेंট করে সেক্ষেত্রে আমরা সেই কमेंটের স্ক্রিন শট নিয়ে নিকটস্থ থানায় বিষয়টা অবগত করে আইনি সহায়তা পেতে পারি।

১৪। যদি কোন ব্যক্তি হ্যাকিং করে তবে তার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে?

উত্তরঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ৩৪ ধারায় হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে। ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে

(১) যদি কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।